দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ও জনশক্তি রফতানীর সম্ভাবনা

ড. এম আজিজুর রহমান

কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী দেশে কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিশ্বের শ্রমবাজারের অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে মানুষ যে কোনো দেশেই চাকরি করতে পারে। বিশ্বের জনসংখ্যা কম-বেশী প্রায় সাড়ে ছয়শ' কোটি। শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাদ দিলে সমগ্র বিশ্বে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা চারশ' কোটির কিছু বেশী হবে। বিশ্বব্যাপী চাকরির যে বাজার রয়েছে সেগুলোর সমন্বয় করে প্রবেশের সুবিধা সৃষ্টি করলে বিশ্বে বেকার সমস্যা থাকার কথা নয়। অনেক দেশই জনসংখ্যা স্বল্পতার কারণে অন্যান্য দেশ থেকে জনশক্তি আমদানী করে। এসব দেশের ভেতর জাপান, কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সউদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইংল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া অন্যতম। ১১৫ কোটি লোকের বসবাসকারী দেশ ভারতের বেশিরভাগ লোকই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তাই ভারতের শিক্ষিত, দক্ষ জনশক্তিকে পৃথিবীর যে কোনো দেশে সহজেই রফতানী করা যায়। ভাষাগত দুর্বলতা থাকলেও যথার্থ কারিগরি জ্ঞান ও শিক্ষার কারণে সারাবিশ্বে চীন একটি বৃহত্তম শ্রম রফতানীকারক দেশ। জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশকে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে চীন ও ভারতের মতো আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দখল করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের প্রবেশ ঘটানোর জন্য প্রথম যা প্রয়োজন তা হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা। প্রায় শত বছর ধরে বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে তথাকথিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তাদের সনদ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই আমাদের প্রয়োজন গতানুগতিকতার বাইরে এসে নতুন ধরনের সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা চালু করা যাতে এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা দেশের ও বিশ্বের শ্রমবাজারে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ পায়।

কর্মজীবনে সফলতা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় চারটি উপাদান হলো– পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, কম্পিউটার শিক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এ চাহিদাগুলো পূরণ হয়। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার একশ' বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকরভাবে কোনো দক্ষ জনশক্তি তৈরী হচ্ছে না। এ জনশক্তি যেমন দেশের চাকরির বাজার ধরতে পারছে না, একইভাবে বিদেশের শ্রমবাজারেও নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে না। সহজ কথায় বলা যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বমানের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে যুগ যুগ ধরে দক্ষ জনশক্তি রফতানীর সম্ভাবনা স্বপ্নই থেকে যাবে। তাই দক্ষ জনশক্তি তৈরীর ব্যাপারে আমাদের কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের আশার আলোকবর্তিকা হতে পারে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান করে কিভাবে ভারত ও চীনের মতো আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করা যায় তা এখনই ভেবে দেখতে হবে।

॥ দুই ॥

দারিদ্রপীড়িত ও জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষ এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ অবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু জনগণের অসচেতনতা ও আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতার কারণে সরকারের ট্যাক্স আদায় থেকে উপার্জন আশানুরূপ হচ্ছে না। ফলে দরিদ্রদের জন্য রেশনিং, সাশ্রয়ী মূল্যে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার সুযোগ দেয়া সরকারের জন্য রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে উত্তম বিকল্প হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। জনবহুল এই বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাই বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ অনুসন্ধান করা দরকার। সারাবিশ্বে চাকরির যে বাজার রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম সম্ভাবনাময় হচ্ছে নার্সিং পেশা।

পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় নার্সিং পেশায় প্রায় আড়াই লাখ পদ খালি আছে। এ ধরনের চাকরির বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অন্য অনেক চাকরি থেকেই ভাল। আমেরিকায় একজন সিনিয়র নার্স যে বেতন-ভাতা পায় তা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিনিয়র অধ্যাপকদের গড় বেতনের কাছাকাছি। তাই পশ্চিমা দেশের চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশ যদি আড়াই লাখ খালি পদের ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ হাজার নার্স রফতানী করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা কিছুটা হলেও দূর হবে। সেই সাথে একজন নার্সের উপার্জনকৃত অর্থে যদি মাথাপ্রতি গড়ে ১০ জন লোকের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় তবে রফতানীকৃত নার্সদের আয় থেকে পাঁচ লাখ লোকের ভরণপোষণ সম্ভব হবে। অর্থাৎ উন্নত দেশে নার্স পাঠানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ পেতে পারে।

বাংলাদেশে নার্সিং পেশার চালচিত্র সন্তোষজনক নয়। প্রথমত এ পেশার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সচরাচর এ পেশায় আসতে চায় না। তাছাড়া যারা এ পেশায় নিয়োজিত, তাদেরও আমাদের সমাজ ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে না। তাই কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও নার্সিং পেশার প্রতি বাংলাদেশের নারীদের আগ্রহ কম এবং পুরুষদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে নার্সিং পেশার যে কারিকুলাম প্রচলিত আছে তা আন্তর্জাতিকমানের নয়। তাই বিশ্বে নার্সিং পেশার যে বাজার রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন বিশ্বমানের কারিকুলাম তৈরী, এ পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং বিশ্ব চাকরির বাজার সম্পর্কে তরুণ-তরুণীদের অবহিত করা।

বিশ্বের চাকরি বাজারে বাংলাদেশের নার্সদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্বমানের নার্সিং সিলেবাস তৈরী করে বাংলাদেশে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, TOFEL ও IELTS পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় স্কোর করতে হবে। তৃতীয়ত, কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম পারদর্শিতা থাকতে হবে। চতুর্থত, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক প্রভৃতি দিক থেকে আকর্ষণীয় ও চৌকস হতে হবে। একই সাথে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর নার্সিং পরীক্ষা বাংলাদেশে আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই এ পেশায় সম্ভাবনাময় বিশ্ব চাকরি বাজারে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। নার্সিং পেশায় সম্ভাবনাময় বিশ্ববাজারকে ধরার জন্য যা প্রয়োজন তা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কারণ এ খাতে সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট আশানুরূপ নয়। তাছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে এ ব্যাপারে গৃহীত কোনো পরিকল্পনার ত্বরিত বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে আধুনিকমানের নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ। দেশী ও বিদেশী অনেক বিনিয়োগকারী আছেন যারা শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী। কিন্তু সেবামূলক এই শিক্ষা খাতকে সেবা শিল্প হিসেবে ঘোষণা না দেয়ার কারণে বিনিয়োগে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সেবামূলক শিল্প খাতের আওতাভুক্ত ঘোষণা দিয়ে বিনিয়োগকারী দেশী ও বিদেশী সংস্থাসমূহকে অবহিত করতে হবে। তাহলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষার মান সম্প্রসারণের কার্যকর উদ্যোগ অবিলম্বে নিতে পারবে। কারণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কোনো গঠনমূলক সিদ্ধান্ত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সেবা শিল্প খাত হিসেবে ঘোষণা দেয়া সম্ভব হলে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে এবং আন্তর্জাতিক চাকরি বাজারে বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের প্রবেশ ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের দেশে নার্সিং পেশা সম্পর্কে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই দেশে এ. পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের অনীহা কাজ করে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও উৎপাদনশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। সরকার ও দেশী-বিদেশী এনজিওসমূহকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে যদি উন্নতমানের কারিকুলাম তৈরী ও তার প্রয়োগ করে মানসম্পন্ন নার্সিং শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় তবে এ মহতী পেশাও বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পুরুষ ও মহিলা নার্স সুউচ্চ বেতনে বিদেশে চাকরি করবে। দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের বিস্তৃতি ঘটবে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা সফল হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি